সংবাদ

তারিখ 24 SEP 2018
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

২০১৮ সালের মধ্যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী চালুর দাবি প্রাথমিক শিক্ষকদের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০১৮ সালের মধ্যে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী চালুর দাবি জানিয়েছেন সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা। একই সঙ্গে মাস্টার্স বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়াসহ ১১ দফা দাবি তুলেছেন তারা।

গতকাল সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ব্যানারে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকরা এ দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সমিতির নির্বাহী সভাপতি ওয়েছ আহম্মেদ চৌধুরী, সহ-সম্পাদক মো. আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, সমিতির উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতা একাডেমির প্রেসিডেন্ট মো. নরুল ইসলাম ঠান্ডু।

সভায় নেতারা বলেন, সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছে। একটি উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে শিক্ষা অপরিহার্য উপাদান আর প্রাথমিক শিক্ষা তার মূল ভিত্তি। তাই সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ, প্রণীত শিক্ষানীতি দ্রুত বাস্তবায়ন, বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর সঙ্গে মিল রেখে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিভিন্ন দাবি তুলে ধরছে। দাবির মধ্যে আছে- ২০১৮ সালের মধ্যে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী চালু করতে হবে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুধু সহকারী শিক্ষক পদে এমএ পাস বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে (ছেলে/মেয়ে উভয়কে) পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ দিতে হবে, সহকারী শিক্ষক পদ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ক্যাডার সার্ভিস এবং শুরুতে নবম গ্রেড ২২ হাজার টাকা স্কেল প্রদান করতে হবে, সহকারী শিক্ষক থেকে মেধা, যোগ্যতা যাচাই সাপেক্ষে বিভাগীয় উচ্চ পদে শতভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে মহাপরিচালক পদ পর্যন্ত নিয়োগ দিতে হবে, দীর্ঘদিন পদোন্নতি বঞ্চিত সিনিয়র সহকারী শিক্ষকদের অবিলম্বে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান করতে হবে, একই কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচির আওতায় ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সারাদেশে একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও পাঠদানের উপকরণ সামগ্রী প্রদান করতে হবে, বিদ্যালয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একজন অফিস সহকারী নিয়োগ দিতে হবে, শিক্ষকদের বকেয়া পাওনাসহ সব পাওনা পরিশোধ করতে হবে, বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে, আইএলও এবং ইউনেস্কো সনদ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্তের জন্য বৈধ শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনীধিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।